উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
আগৈলঝাড়া, বরিশাল।

স্মারক নং- ০৫.১০.০৬০২.০০০.৩৫.০১১.১৯- ৬৪

তারিখ ঃ ১৮/০১/২০২৪ খ্রি.

"জলমহাল ইজারার জন্য অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি"

এতদ্বারা প্রকৃত নিবন্ধিত মৎসজীবী সমবায় সমিতি/মৎসজীবী সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগৈলঝাড়া উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন ২০(বিশ) একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহালসমূহ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর আলোকে ১৪৩১-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ সন মেয়াদে ইজারা/ বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে সরকার আরোপিত নিম্নবর্নিত শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনকৃত প্রকৃত মৎসজীবী সমবায় সমিতি/ প্রকৃত জেলে /যুব সমিতির নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে অনলাইনে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।

০২। জলমহাল ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের লক্ষে www.jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করা যাবে। তাছাড়া জলমহালের আবেদন আহবান বিজ্ঞপ্তি www.http://agailjhara.barishal.gov.bd ওয়েব সাইটেও পাওয়া যাবে। ইজারাযোগ্য জলমহালের সিডিউল ও শর্তাবলী নিম্নরূপ;

উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত (বদ্ধ) সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা সিডিউল ;

ক্রমিক নং	অনলাইনে আবেদন দাখিলের সময়কাল	গৃহীত কার্যক্রম
০১	১৪৩০ বঙ্গাব্দের ০৬ মাঘ হতে ২৫ মাঘের মধ্যে (২০/০১/২০২৪ হতে ০৮/০২/২০২৪ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত)	www.jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল
০২	২৫ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ হতে পরবর্তী ০৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে (০৯/০২/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত)	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালাযুক্ত মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পর কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

জলাশয়ের তালিকা

ক্রঃনং	ইউনিয়ন	জে,এল ও মৌজার নাম	দাগ নং	পরিমান (একরে)	সর্বশেষ ইজারা তথ্য	পূর্বের ইজারা মূল্য	১৪৩১-১৪৩৩ সনের সরকারি সম্ভাব্য মূল্য
০১	রত্নপুর	১০৪ বারপাইকা	খতিয়ান নং- ১ দাগ নং-২৬২৫	২.০৬	ইজারা	২৩৫৫০০/-	২,৪৭,২৭৫/-

০২	রত্নপুর	১০৪ বারপাইকা	খতিয়ান নং- ১ দাগ নং-২৫৪২	০.৫২	ইজারা	২৪০০০/-	২৫,২০০/-
০৩	রত্নপুর	১০৪ বারপাইকা	খতিয়ান নং- ১ দাগ নং- ৩০০৬	০.১৯	ইজারা	৬০০০/-	৬,৩০০/-
০৪	রত্নপুর	১০৪ বারপাইকা	খতিয়ান নং- ১ দাগ নং-২৩৩৩	০.২৬	ইজারা	৮০০০/-	৮,৪০০/-
০৫	রত্নপুর	১১৫ মোল্লাপাড়া	খতিয়ান নং- ১ দাগ নং-১৭৬৮	১.৩৫	ইজারা	২৩৭৫০/-	২৪,৯৪০/-
০৬	বাকাল	১০১ জলিরপাড়	খতিয়ান নং- ১ দাগ নং-৫১৪	০.৮০	ইজারা	২৭০০০/-	২৮,৩৫০/-
০৭	বাকাল	১০১ জলিরপাড়	খতিয়ান নং- ১ দাগ নং-৩৩০	০.৭৭	ইজারা	১৬০০০/-	১৬,৮০০/-
০৮	বাকাল	১০১ জলিরপাড়	খতিয়ান নং- ১ দাগ নং-৩৪৪	০.৭৬	ইজারা	১৮০০০/-	১৮,৯০০/-
০৯	বাকাল	১০১ জলিরপাড়	খতিয়ান নং- ১ দাগ নং-৩১৩	১.০৭	ইজারা	৭৩৫০০/-	৭৭,১৭৫/-
১০	বাকাল	৯৪ কোদালধোয়া	খতিয়ান নং- ১ দাগ নং-৩৪৫	০.৩১	ইজারা	৮৫০০/-	৮,৯২৫/-
১১	বাকাল	৯৪ কোদালধোয়া	খতিয়ান নং- ১ দাগ নং-২০৬২	০.৬৭	ইজারা	১৮০০০/-	১৮,৯০০/-
১২	রত্নপুর	১১৬ বারোহাজার বরিয়ালী	খতিয়ান নং- ১ দাগ নং-৩৮	০.২৫	ইজারা	৪২০০/-	৪,৪১০/-
১৩	রত্নপুর	১১৫ মোল্লাপাড়া	খতিয়ান নং- ১ দাগ নং-২১১৮৮	০.৪৭	ইজারা	৭২০০/-	৭,৫৬০/-
১৪	বাকাল	৮৯ সরবাড়ী	খতিয়ান নং- ১ দাগ নং-৪৯	০.৩৪	ইজারা	২৮০০০/-	২৯,৪০০/-
১৫	বাকাল	৮০ মানসি ফুল্লশ্রী	খতিয়ান নং- ১ দাগ নং-১২৭২	০.৫৯	ইজারা	১২৫০০/-	১৩,১২৫/-

শর্তাবলী

০১। জলমহালসমূহ কেবল নিবন্ধিত (সমবায়/ সমাজসেবা অধিদপ্তর) কার্ডধারী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে ইজারা দেয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে যুব মৎস্যজীবীদের (১৮-৩৫বৎসর) নিবন্ধিত সমিতি অগ্রাধিকার পাবে। কোন অবস্থাতেই ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

০২। অনলাইনে আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর 'পরিশিষ্ট-ক' এ উল্লিখিত নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরন করে আবেদন দাখিল করতে হবে। আবেদন ফরম বাবদ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল এর অনুকূলে ৫০০/- (পাচঁশত) টাকা মূল্যের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মূল কপি প্রিন্টেড কপির সাথে যুক্ত করে দাখিল করতে হবে।

০৩। জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যা কর্তৃক নিবন্ধিত, সে সমিতি বিধি মোতাবেক অগ্রাধিকার পাবে। তবে শর্ত থাকে যে,উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতিত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না। আরো শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে মর্মে তার প্রমাণ স্বরূপ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়ন দাখিল করবেন ও বিগত ২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রমাণের দরকার হবেনা।

০৪। নির্দিষ্ট ফরমে আবেদনপত্র দাখিলের সময় আবেদনের সাথে সমিতির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ, সমিতির কার্যবিবরণী, অডিট রিপোর্ট, টিআইএন নম্বর, প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা ঠিকানা ও ছবি সহ সংযুক্ত করবেন।

০৫। আবেদনপত্রে সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) যাচাই বাছাইয়ের ভিত্তিতে প্রকৃত মৎসজীবী হিসেবে প্রমাণিত হবে। সদস্যদের হালনাগাদ মৎসজীবী প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

০৬। আবেদনকারী সংগঠন/ সমিতিতে যদি কোন এমন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎসজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

০৭। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক সলভেন্সী প্রত্যয়নপত্রসহ (ব্যাংক রুলস অনুসারে) প্রযোজনীয় তথ্য সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্যচাষ। উৎপাদন/সুষ্ঠুব্য বস্থাপনার পরিকল্পনা / রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে।

০৮। স্থানীয় প্রকৃত মৎসজীবী সংগঠনগুলোর মধ্যে যে জলমহালের নিকটবর্তী তীরবর্তী সে সকল প্রকৃত মৎসজীবী সংগঠনকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে। যদি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎসজীবী সংগঠন পাওয়া না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী মৎসজীবী সংগঠন/সমিতিকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে বিবেচনা করা হবে।

০৯। প্রতিটি জলমহালের বিগত ০৩ (তিন) বছরের ইজারা মূল্যের গড় মূল্যের উপর ৫% বর্ধিত হারে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করে সরকারি ইজারা মূল্য ধার্য হবে। এর কম মুল্যে কোন জলমহাল ইজারা প্রদান করা হবেনা।

১০। জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ হতে শুরু হবে। ইজারাদারকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। তবে এই সময়ের মধ্যে যদি কোন কারণে খাস কালেকশন করা হয়, তবে তা সরকারি খাতে জমা হবে।

১১। ইজারার মেয়াদ শেষ হওযার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহিতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহিতার কোন প্রকার দাবি/ অধিকার/ স্বত্ব থাকবেনা এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা হবে না ।

১২। মৎসজীবী সংগঠন /সমিতিকে যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/ সমিতি কোন জজিবাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে এবং ইজারা মূল্য পরিশোধ খেলাপি হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/ সমিতিকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

১৩। আবেদনকৃত জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার আকারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল এর অনুকূলে জামানত হিসেবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবেন।

১৪। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর যাবতীয় শর্ত বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য উপযুক্ত সংগঠন/ সমিতির নামে জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইজারা প্রদান করা হবে।

১৫। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ সংগঠন ০২ (দুই) টির অধিক জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত পাবেন না।

১৬। সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথা নিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৭। বন্দোবস্ত গ্রহিতা সংশ্লিষ্ট জলমহালের বছর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট পেশ করবেন। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সময়ে সময়ে জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইনগত বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৮।লীজ গ্রহিতা মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/ গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবেন না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবেন না। যদি তা করা হয় তাহলে উক্ত লীজ বাতিল করা হবে এবং জমাকৃত লীজ-মানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। উক্ত লীজ গ্রহিতা মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতি পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবেন না।

১৯। ইজারা প্রদত্ত জলমহালগুলোতে ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা সে জন্য বিদ্যমান মৎস্য আইনের আওতায় যাচাই বাছাই করে ইজারা চুক্তি ভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া গেলে ইজারাদারের বিরুদ্ধে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

২০। বন্দোবস্ত/ ইজারা প্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতি প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারা মূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনেরো) কর্ম দিবসের মধ্যে জলমহাল ও পুকুর ইজারা সংক্রান্ত ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১ নং কোডে জমা প্রদান করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে। ২২ বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ১ম বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছরের ইজারা মূল্য একই ভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমুদয় ইজারা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা বাতিল করা হবে এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

২১। বন্দোবস্ত/ ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবেনা। বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয় সংলগ্ন প্লাবন ভূমি প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ে রূপ নেয় তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২২। যে সকল জলাশয় সমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবেনা। যে সকল বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত ইজারা দেয়া হবে সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ের সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

২৩। ইজারাকৃত জলমহালে কেহ অতিথি পাখিসহ কোন পাখি শিকার করতে পারবেনা সরকারি জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজসম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত গ্রহিতা সমিতি চুক্তিবদ্ধ থাকবেন।

২৪। সরকারি জলমহাল ইজারা গ্রহিতা সমিতি/ সরকারি নিয়মঅনুযায়ী ইজারা মূল্যের অতিরিক্ত ১৫% ভ্যাট (ভ্যাটকোড- ১/১১৩৩/০০০১/০৩১১) ও ১০% আয়কর (উৎসকর) (আয়কর কোড- ১/১১৪১/০০৭৫/০১১১) কোডে জমা প্রদান করবেন।

২৫। জলমহাল/ খাস পুকুরসমূহ যে অবস্থায় আছে তদাবস্থায় ইজারা প্রদান করা হবে। ফলে আবেদন দাখিলের পূর্বেই জলমহাল সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে জেনে আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবেনা ।

২৬। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না।

২৭। ইজারাকৃত কোন জলমহালে কোন রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না। বন্দোবস্ত গ্রহিতা সরকারি জলমহালে বিষ প্রয়োগ করে কিংবা নিষিদ্ধ ঘোষিত জাল দ্বারা বা মৎস্য আইনে নিষিদ্ধ অন্য কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না।

২৮। জলমহালের তীরবর্তী সরকারি ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব গাছ লাগাতে হবে। যা মাছচাষের নিরাপদ আশ্রয় ভূমি হিসেবে সহায়ক হবে।

২৯। বর্তমানে প্রচলিত নীতিমালা এবং এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত সকল বিধি-বিধান,আইন-কানুন বন্দোবস্ত গ্রহিতা মানতে বাধ্য থাকবেন।

৩০। জলমহালে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষনা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচে চাষ মৎস্য আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে।

৩১। ইজারা সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা ও সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধানসমূহ ইজারা গ্রহিতাকে মেনে চলতে হবে।

৩২। সর্বক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৮/০১/২৪

ফারিহা তানজিন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
আগৈলঝাড়া, বরিশাল
ও
সভাপতি, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি।

স্মারক নং- ০৫.১০.০৬০২.০০০.৩৫.০১১.১৯- ৬৪/১(১৩)

তারিখ ঃ ১৮/০১/২০২৪ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

১. মাননীয় সংসদ সদস্য, ১১৯- বরিশাল-১, গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া।
২. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
৪. জেলা প্রশাসক, বরিশাল।
৫. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আগৈলঝাড়া, বরিশাল।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্র হণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বরিশাল সদর/ বাকেরগঞ্জ/ মেহেন্দিগঞ্জ/ হিজলা/ মুলাদী/গৌরনদী/ বাবুগঞ্জ/ উজিরপুর/ বানারীপাড়া, বরিশাল।
৭. সহকারি কমিশনার (ভূমি) আগৈলঝাড়া, বরিশাল।
৮. উপজেলা..... কর্মকর্তা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল।
৯. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আগৈলঝাড়া থানা।
১০. ব্যবস্থাপক.....ব্যাংক.....শাখা, আগৈলঝাড়া শাখা, বরিশাল।
১১. চেয়ারম্যান.....ইউনিয়ন পরিষদ (সকল), আগৈলঝাড়া, বরিশাল। তাঁকে তার এলাকার সকল -হাটবাজার এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে মাইক/ ঢোল সহরতের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলো।
১২. ইউনিয়ন সহকারি ভূমি কর্মকর্তা,.....ইউনিয়ন ভূমি অফিস। এলাকার তাঁর সকল হাটবাজার এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহে মাইক/ ঢোল সহরতের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলো।
১২. জনাব.....।
১৩. অফিস কপি।

১৮/০১/২৪

উম্মে ইমামা ঘামিন
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
আগৈলঝাড়া, বরিশাল
ও
সদস্য সচিব, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি।